R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মহকুমার সব এলাকা থেকে বন্যার জল নামছে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ মহকুমা জুড়ে বন্যার তাণ্ডবের পর এখন ভাটার টান। সব এলাকা থেকেই জল নামতে শুরু করেছে। পাহাড়ী লাল জলের ঢল না নামার ফলে সুতী-১ ব্লকের আহিরণ অঞ্চল ও রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বেশ কিছু এলাকা এ যাত্রা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেল বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। বন্যা বিভীষিকা ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ এলাকা থেকে দ্রুতগতিতে জল নেমে যাচ্ছে। ডাকবাংলো থেকে ধুলিয়ান শহরে যাবার রাস্তায় মাঝে মধ্যে কোমর জল থাকলেও টাঙায় যাতায়াত করছে মানুষ। সেখানে স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসছে। ১৪ সেপ্টেম্বর সেখানে ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক প্রতিষ্ঠান খুলেছে। অন্যদিকে অরঙ্গাবাদে সাজুর মোড় থেকে জল নেমে গেলেও ১৩ সেপ্টেম্বর নির্মিতা ষ্টেশনের নীচ থেকে অরঙ্গাবাদ নেতাজী মোড় পর্যন্ত নৌকা চলছে। তবে যে গতিতে জল নামছে তাতে ২/৩ দিনের মধ্যে ওখানকার জীবনযাত্রায় গতি আনবে। টানা প্রায় ১ মাস জলের সঙ্গে লড়াই করে মানুষ ক্লান্ত হলেও ধুলিয়ানের বিত্তশালী কিছু মানুষ বন্যার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এখন শহরে নৌবাইচে মেতে উঠেছেন। আবার অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারকে জাতীয় সড়কের ধারে খাট, আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্র নিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সরকারী নৌকা পঞ্চায়েত পিছু মাত্র দুটি করে থাকায় মানুষদের চরম হয়রানি হয়। রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকে ত্রাণকার্যে বহু (৩য় পৃষ্ঠায়)

ডাক্তারদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতার অভাবও হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিষেবার অন্তরায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বর্তমানে হাসপাতালে দুই এ্যানাসথেটিষ্টের অনুপস্থিতিতে অপারেশনের কাজ পুরোপুরি বন্ধ। একই অবস্থা নার্সিং হোমগুলিতে। হাসপাতালে অজ্ঞান করার হাপর যন্ত্র ডাঃ সোমা খান না ব্যবহার করার স্বপক্ষে হাসপাতালের পরিবেশ এবং ডাক্তারদের দক্ষতার অভাবকেই সরাসরি দায়ী করেন। সাড়ে তিন বছরের এ্যানাসথেটিষ্ট ট্রেনিং প্রাপ্তা ডাঃ খানের মতে জঙ্গীপুর হাসপাতালে 'হাপর' যন্ত্র বছর দুয়েক তিনি চালালেও বর্তমানে আর চালাবেন না। কারণ ঐ যন্ত্র চালাবার মতো হাসপাতালে ইনফ্রাষ্ট্রাকচার বা পরিবেশ নেই। সে ক্ষেত্রে এ্যানাসথেটিষ্টের ঝুঁকি বেশী থেকে যায়। এ ছাড়া কলকাতার ডাক্তারদের থেকে এখানকার ডাক্তাররা অপারেশনে বেশী সময় নিয়ে থাকেন। তাতে রোগীর অনেক রকম কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে কয়েকজন ডাক্তারের অভিযোগ মহকুমা হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারী, শিশু, স্ত্রী ও প্রসূতি, বক্ষ ইত্যাদি বিভাগে রাইটার্স থেকে অনুমোদিত পোষ্টেড ডাক্তার মাত্র এক বা দু'জন করে আছেন। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন ডাক্তার স্থানীয়ভাবে অনুমতি নিয়ে বিশেষজ্ঞের কাজ চালান। সেই সুযোগে নিজেদের নামে হাসপাতালের কিছু বেডও দখল করেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্যাডে ভূয়া বিশেষজ্ঞের তকমা এঁটে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে পসার জমান। জঙ্গীপুর হাসপাতালে মেডিসিনের পোষ্টেড ডাক্তার কেবলমাত্র ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জী ; (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সরকারী পরিসংখ্যানে এখন পর্যন্ত বন্যায় মৃত ২১

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারীভাবে বন্যায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। এর মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ৩ জনের মধ্যে ২ জন জলে ডুবে, ১ জন আন্ত্রিকে। সুতী ২ ব্লকে ১ জন সাপের কামড়ে। সমসেরগঞ্জ ব্লকে ৪ জনের মধ্যে ৩ জন ডুবে, ১ জন আন্ত্রিকে। ধুলিয়ান পুর এলাকায় মোট ১৩ জনের মধ্যে ২ জন জলে ডুবে, ২ জন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে, ৭ জন আন্ত্রিকে, ১ জন শিশু ঠাণ্ডা লেগে, ১ জন নিখোঁজ।

অরঙ্গাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্কের ষ্ট্রংরুমে জল

অরঙ্গাবাদ ঃ বন্যার জল ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকে পড়ায় এলাকার প্রায় ব্যাঙ্ক বেশ কয়েকদিন থেকে বন্ধ। অরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্মীদের জঙ্গীপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কে কাজে যোগ দিতে হয়। চলতি সপ্তাহে সব ব্যাঙ্কই খুলে যাবে বলে আশা করা যায়। বিড়ি কারখানা এলাকার ষ্টেট ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাঠাকাসহ সব বিড়ি কোম্পানীর লেবার পেমেন্ট ও শিক্ষকদের মাইনে আটকে যায়। অরঙ্গাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্কের ষ্ট্রংরুমে জল ঢুকে গিয়ে কিছু নোটও নাকি ভিজে গিয়েছে বলে খবর। বিড়ি কোম্পানীর পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা দেখা দিলে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের উর্দ্ধতন অফিসাররা এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।

সরকারী ত্রিপল লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১০ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে পাঠানো ৩০০ ত্রিপল ধুলিয়ানের বাসুদেবপুরের কাছে পুলিশ বাহিনী থাকা সত্ত্বেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ বন্যায় ॥

জঙ্গিপুর মহকুমা ভয়াবহ বন্যা-কবলিত। অসংখ্য মাটির বাড়ী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। মানুষ, গরু-বাছুর প্রভৃতির দুর্গতি-দুর্দশা অবর্ণনীয়। আশ্রয়হারা মানুষ খাদ্য-ঔষধ-পত্র ও ত্রাণ সামগ্রীর জন্য সকাতরে দিনাতিপাত করিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বৃহৎ অংশের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার উপক্রম।

শুধু এই জেলায় নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গ বন্যার কবলে। মালদহ জেলার অবস্থা সুকঠিন। বন্যা কোন স্থানকেই রেহাই দেয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার ও উত্তর প্রদেশের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। কী পরিমাণ শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। মৃত্যুর খতিয়ান বৃদ্ধি পাইতেছে। গরু মহিষ-ছাগল-ভেড়া—তৃণ-ভোজী পশুর দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে। মাঠ জলের তলায়। ঘাস নাই, ঝোপঝাড় নাই। অসহায় অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা ছাড়া এই হতভাগ্য জীবগুলির অন্য কোনও উপায় নাই। মানুষ রিলিফের দুই হাতা খিচুড়ী বা দুই মুষ্টি চিড়া-গুড় পাইতেছে; পাঁউরুটি অথবা হাত রুটি পাইতেছে। কিন্তু এই জীবগুলি কী পাইতেছে, আমাদের জানা নাই। গোয়ালারা গরু-মহিষ লইয়া অন্যত্র যাইতে পারেন; কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীর গাভী-বলদের ব্যবস্থা কীরূপ হইয়াছে, জানা নাই।

অন্যান্য বারেও বন্যা হইয়াছে। কিন্তু এমন দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ রূপ পূর্বে দেখা যায় নাই। এইবারের বন্যার চিত্র বিচিত্র ধরনের। পাহাড়ে বৃষ্টির জল নদী স্ফীত করিয়া বন্যা ঘটায়। বর্তমানেও তাহা হইয়াছে। তদুপরি দিনের পর দিন যে অবিশ্রান্ত প্রবল বর্ষণ হইতেছে, বন্যার প্রকোপ তাহাতে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার ত্রাণসামগ্রী লইয়া বন্যার্তদের দিতেছেন। রিলিফের জিনিষ বিলি-বন্টনের ব্যাপার সমালোচনার বিষয় হইতেছে। আর্তদের ত্রাণ-সেবার ব্যাপার সমালোচিত হউক, ইহা কখনই কাম্য নহে।

কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যাহা করা প্রয়োজন ছিল, তাহার ব্যতিক্রম না ঘটিলে এই বন্যা এত ভয়াল-বিধ্বংসী হইত না। বন্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা হয় নাই বলিয়া অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। নদীর পাড়ে পাথর, বোল্ডার ইত্যাদি ফেলিয়া উপযুক্তভাবে কাজ করা উচিত ছিল। আর তখনই প্রশ্ন আসে অর্থের। রাজ্য কেন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করে! কেন্দ্র রাজ্যকে দায়ী করে। বন্যা সম্বন্ধে অর্থব্যয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রের অধিকার কতটুকু, রাজ্যের করণীয় কতটুকু—এইসব তরজা-লড়াই প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাওয়া যাইতেছে। রাজ্য বলিতেছে, কেন্দ্র ঠিকমত অর্থ বরাদ্দ করে না, কেন্দ্রের বক্তব্য: প্রদত্ত অর্থের নিয়ম-মাফিক ব্যয় হয় না। তাই কেন্দ্রের দেওয়া টাকা নাকি কেন্দ্রে ফেরৎ চলিয়া যায়। ইহার উপর রহিয়াছে, ব্যয়ের শতকরা দায়িত্ব কে কতটা বহন করিবে, সেই প্রশ্ন। কাজেই বছরের পর বছর এই তরজা-লড়াই যদি চলিতে থাকে তবে অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবে। তবে ইহা ঠিক যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যাহা কিছু করণীয় ছিল, তাহা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার—কোন পক্ষ হইতেই সুসমঞ্জস প্রচেষ্টা লওয়া হয় নাই। তাহার ফল চরমভাবে ফলিল মানুষের বন্যায় মৃত্যুতে, গৃহ-ধনসম্পদাদির ক্ষয় ক্ষতিতে ভবিষ্যতের জন্য উভয় তরফ সজাগ সচেষ্ট থাকুন, অসহায় নিরপরাধ ভোটদাতারা এইটুকুই কামনা করেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুর এলাকায় বেআইনী বাড়ী নির্মাণ প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯/৮/৯৮) 'বেআইনী বাড়ী নির্মাণ চললেও ভোট বাক্সের দিকে তাকিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ' সংবাদটির মাধ্যমে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই পৌর প্রশাসনের একটি দুর্বল দিক ও সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ পৌরসভার অন্যতম একটি কাজ। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষিত গৃহ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ বাধ্য পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে রচিত। কিন্তু বামফ্রন্ট পরিচালিত জঙ্গিপুর পৌরসভা এলাকায় সেই বিধি গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শহরবাসীরা মেনে চলছেন কিনা তা দেখা হচ্ছে না। ফলে বিধি বাহ্যভূতভাবে গৃহ নির্মাণ হচ্ছেই। অনেকেই নিয়মমাফিক চারপাশে জায়গা না ছেড়ে বাড়ী করেছেন। সবোপরি প্ল্যান অনুমোদন করার পর প্লান এষ্টিমেট অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ হচ্ছে কিনা সেটাও অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। বাড়ীর ট্যাক্স বিলি করার ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণ বেশ কিছু ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে পৌর বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ভোটের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের থেকে বৃহত্তর জনস্বার্থ বড় নয় কি?

কাশীনাথ ভকত/রঘুনাথগঞ্জ

(২)

৮৫ বর্ষ ১৪ সংখ্যায় জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় 'বেআইনী বাড়ী নির্মাণ চললেও ভোট বাক্সের দিকে তাকিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ চুপ' সংবাদটি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। জঙ্গিপুর পুরসভার নাগরিকদের বাড়ী নির্মাণ দেখে হতাশ হতে হয়। সে ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষ কেন উদাসীন তা ভেবে পায় না। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে সবকিছু বিচার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বালিঘাটা কুঠীবাড়ীর প্রবেশ পথের শুরুতে যে ভাবে এক ইঞ্চি জায়গা না ছেড়েও আব্দুল হাকিম গজনভী বাড়ী তৈরী করেছেন তা চোখে পড়ার মত। এখানে উল্লেখ্য যে মাননীয় গজনভী সাহেব বর্তমানে ১৪ নং ওয়ার্ডের সিপিএম দলের একজন নির্বাচিত কাউন্সিলার এবং উক্ত দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী। তিনি যেভাবে কুঠীবাড়ীর জায়গাতে ছাদের এবং জানালার কার্নিশ ছেড়েছেন এবং কুঠীবাড়ী সীমানা নির্দেশক প্রাচীরের ইঁট পরিকল্পনামাফিক খসিয়ে ফেলেছেন নিজের বাড়ীর জানালাকে উন্মুক্ত করার জন্য তা সম্পূর্ণভাবে পুর নাগরিক বাড়ী তৈরী আইনকে অমান্য করেছে। এ ব্যাপারে তাঁকে মৌখিকভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও শোনেননি। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন সুবিচার পাওয়া যায়নি। সুতরাং পুরসভার নাগরিকদের বাড়ী তৈরীর ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আমার মত সাধারণ মানুষেরা বিতর্ক এড়িয়ে সুস্থভাবে বসবাস করার সুযোগ পাবে বলে আমার ধারণা।

আহাসান হাবিব

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা (কুঠী

ছাত্রীর কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় গার্লস ও জঙ্গীপুর হাই স্কুলের ছাত্রী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ রায়ের পৌত্রী অনন্যা ব্যানার্জী স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দর্শন-শাস্ত্রের স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করায় তাঁকে এই সম্মান জানানো হয় বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর পৌর এলাকাও ডুবেছিল

জঙ্গিপুর: গঙ্গা ও বৃষ্টির জলে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার ১ ও ৮ ওয়ার্ড জলে ডুবে গিয়েছিল। ৬ ও ১০ ওয়ার্ড আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নীচু এলাকার প্রায় চার হাজার পৌরবাসী জলবন্দী হন।

বন্যার জল নামছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সংগঠন হাত বাড়ান। জঙ্গীপুর শহরের সমস্ত স্কুলে এবং মাদ্রাসায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। জঙ্গীপুর হাইস্কুল গত ১১ সেপ্টেম্বর স্কুলে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১২০০ বন্যার্তদের খিচুড়ী খাওয়ান ও জঙ্গীপুর কলেজে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের খিচুড়ী ও শুকনো খাবার সরবরাহ করেন। বহরমপুর টাউন ক্লাব ঐ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিধায়ক অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ও স্থানীয় নেতা কালু খার সহযোগিতায় গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে জলবন্দী মানুষদের ত্রাণ দিচ্ছেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নব পর্যায়) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বন্যার্তদের মধ্যে চিড়ে, চিনি, পাউরুটি প্রভৃতি বিলি করেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের (জঙ্গীপুর শাখা) কর্মীরাও বন্যার্তদের ত্রাণ দেন। জঙ্গীপুর পৌরসভার কর্মীরা পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শহর থেকে পরিশ্রুত জল দুর্গতদের সরবরাহ করেন। এ ছাড়া তাঁরা প্রচুর শুকনো খাবারও ঐ এলাকায় বণ্টন করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জঙ্গিপুর শাখা গত ১৩ সেপ্টেম্বর বন্যার্ত মানুষদের সাহায্যে শহরের পথে গান গেয়ে অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করেন। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ী হৃদয়শঙ্কর বড়ালের সৌজন্যে ও ইয়ুথ ক্লাবের সহায়তায় জঙ্গিপুর হাইস্কুল, গার্লস স্কুল, কলেজ ও তেঘরী হাইস্কুলে আশ্রয় নেওয়া প্রায় দু' হাজার বন্যা দুর্গত মানুষের দ্বিপ্রাহরিক আহার তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। জঙ্গিপুরের ওষুধের দোকান সংগঠন ক্যাম্প করে দুর্গত এলাকায় ওষুধ দিচ্ছেন। এ ছাড়া ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোম, স্থানীয় ডাক্তার ও প্রায় ৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী দুর্গত এলাকায় ঘুরছেন। কাঁচা বাড়ীর দেওয়াল চাপা পড়ে তেঘরী-১ পঞ্চায়েতের রামপুরা গ্রামের একই পরিবারের চারজন মহিলা আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজনকে গুরুতর অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকী তিনজন তেঘরী হাসপাতালে ভর্তি আছেন। মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা ত্রাণ শিবিরে দু' বছরের এক বালক ও মিঠিপুর পঞ্চায়েতে পনের বছরের এক বালিকা বন্যার প্রকোপে মারা গেছে বলে জানা যায়। আমাদের ফরাক্কার সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—বন্যার প্রকোপে বিশেষ করে ফীডার ক্যানেলের পূর্বপারের গ্রামগুলি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফরাক্কা নুরুল হাসান কলেজে জল থৈ থৈ করছে। নয়নসুখ, বেনিয়াগ্রাম, অর্জুনপুর, জাফরগঞ্জ, বিন্দুগ্রাম, চৌকিগ্রাম, ব্রাহ্মণগ্রাম ইত্যাদি এলাকার উঁচু রাস্তার উপর তিন থেকে চার ফুট জল জমে যায়। নয়নসুখের গ্রামবাসীরা জানান বন্যা নিয়ন্ত্রণে তাঁরা গঙ্গার ধারে একটি অস্থায়ী বাঁধ দিলেও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সেটা ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে পড়ে। ঐ এলাকার মাটির বাড়ী প্রায় ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। একতলা বাড়ীর মেঝেতে জলের ঢেউ খেলে। দোতলা ও উঁচু এলাকায় গ্রামবাসীরা আশ্রয় নেয়। পানীয় জলের প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা দেয়। গ্রাম থেকে ৮/৯ কিলোমিটার দুরে এনটিপিসির হিন্দুস্থান কলোনীর আশপাশে অনেকে গরু মোষ নিয়ে ত্রিপল খাটিয়ে দিন কাটায়। চৌকিগ্রামের জনৈক গ্রামবাসী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান এলসিটি ঘাটে বন্যা নিয়ন্ত্রণে যে সরকারি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তাতে সাময়িকভাবে কিছুটা রক্ষা পেলেও শেষ রক্ষা পায়নি। নয়নসুখের গ্রামবাসীদের ধারণা তাঁদের গ্রামের পালপাড়ার কাছে গঙ্গার পার উঁচু করে বোল্ডার দিয়ে বেঁধে দিলে গঙ্গায় ভাঙ্গন এবং বন্যা দুইই প্রতিরোধ করা যাবে। এই এলাকার বন্যা দুর্গত মানুষদের সব থেকে বড় অভিযোগ—ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক ও জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খানের বাড়ী এই ব্লকে হলেও তাঁদের অসহায় মুহূর্তে ওঁদের দু'জনের কারো দেখা পাওয়া যায়নি। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফরাক্কায় বিপদ সীমার এক মিটার উপর দিয়ে গঙ্গার জল যাচ্ছে। মহকুমা শাসক দপ্তর থেকে জানা যায় এখন পর্যন্ত ৩২২ মেট্রিক টন চাল বন্যা কবলিত এলাকায় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে। জল কমে যাওয়ায় ১১০ মেট্রিক টন গম মজুত রাখা হয়েছে। ৭,৫০০ ত্রিপলের মধ্যে বেশির ভাগ বিলি হয়ে গেছে। আরও ৪০০০ ত্রিপল ও ওষুধের জন্য জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শপথ— দেশের ঐক্য ও সংহতি

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক,
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর।

Memo No. 905(32 /Inf/Msd. Dated 31. 8. 98

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ ।।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

Memo No. 876 (31)/Inf./Msd. Date 7. 8. 98

সুষ্ঠু পরিষেবার অন্তরায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বক্ষ বিভাগে আছেন ডাঃ যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী ; সার্জেন ডাঃ ওবাইদুর রহমান ; শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সি আর সামন্ত ; স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কল্যাণ মিশ্র ও ডাঃ সঞ্জীব সাহা। এছাড়াও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ডাঃ গোপাল কেশরী ও ডাঃ ডি এন হালদার পোস্টেড নন। এঁদের বাদ দিয়ে অন্য আর একজন ডাক্তার শিশু রোগের চিকিৎসা করলেও আদপে তিনি ডি সি এইচ ডিগ্রিধারীই নন। দুই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মাধব সরকার ও ডাঃ হায়দার নওয়াজ নন-পোস্টেড ডিপ্লোমাধারী। তবে হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিষেবা সচল রাখতে ঐ সব নন-পোস্টেড ডাক্তারদের সহায়তা দরকার হলেও তাঁদের নামে সরকারী আইন ভেঙ্গে যে বেড এ্যালোটমেন্ট হয় তা স্বীকার করেন কিছু ডাক্তার। এছাড়া স্থানীয় ডাঃ মাধব সরকারের সরাসরি অভিযোগ, হাসপাতালে এমন অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা অন্য ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে রোগীপক্ষকে ভুল বোঝাবারও চেষ্টা করেন। তাই এই কারণে দুর্বিনীত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অন্য ডাক্তারদের সদিচ্ছা থাকলেও কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না।

বন্যার জল নামছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৫,৫২৮ হেক্টর ফসলসহ জমির ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ৩৪নং জাতীয় সড়কের উঁচু জায়গায়, সজিনীপাড়া রেল ষ্টেশন চত্বরে, জঙ্গিপুর ব্যারেজের ১২০ আর ডির ঘাট এলাকায় প্রায় ১০,০০০ মানুষ ক্যাম্প করে আছেন। গৃহহীন ঐ সব মানুষকে অন্ততঃ ১ খানা করে ত্রিপল দিয়ে গ্রামে পাঠানোর ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছেন। বন্যা পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে কলকাতা থেকে কয়েকজন ডাক্তার এসেছেন। এছাড়া সামসেরগঞ্জ ব্লকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে, সুতী-২ ব্লকের সাজুর মোড়ে মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বি এম ও এইচ তাঁর টিম নিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, লায়নস ক্লাব, বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশন লঙ্গরখানা খুলে বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ৭০,০০০ মানুষের মধ্যে খাবার সরবরাহ করেছেন। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে চাল ও মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে ডাল সরবরাহ করা হচ্ছে। অরঙ্গাবাদের পতাকা বিড়ি কোম্পানীও প্রায় ৬,০০০ ত্রিপল এখন পর্যন্ত দিয়েছেন বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়। এর সঙ্গে অন্যান্য বিড়ি কোম্পানী ও বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ঘোষেদের হাতে মাঠের আগলদার খুন

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন লাগোয়া দেউলী মাঠে গেন্ধা মাঝি নামে মাঠের এক আগলদার খুন হন ১০ সেপ্টেম্বর। খবর, ঐ দিন বেলা ২-৩০ নাগাদ তিনজন আগলদার গেন্ধা মাঝি, ঘুতু ঘোষ ও সনৎ দাস দেউলী মাঠে ফসল যোগাচ্ছিলেন। ঐ সময় পাশের গ্রামের ঘোষেদের একপাল গরু মাঠে নেমে পড়লে আগলদাররা বাধা দেন। এই নিয়ে ঘোষেদের সঙ্গে বচসা চলাকালে ঘোষেদের হাঁসুয়ার আঘাতে গেন্ধা গুরুতর জখম হন। হাসপাতালে আনার পথে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সরকারী ত্রিপল লুঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ম্যাটাডোর থেকে লুঠ হয়ে যায়। খাবারের থেকে সারা মহকুমা জুড়ে ত্রিপলের অভাব আছে। ছিনতাইকারীদের মধ্যে বিহারের পাকুর এলাকা থেকে আসা বহু বন্যার্ত মানুষ ছিল বলে জানা যায়। এর আগে ৭ সেপ্টেম্বরও সাজুর মোড় থেকে গোটা ৫০ সরকারী ত্রিপল বানভাসি মানুষরা লুঠ করে নেয়।

হারাইয়াছে

গত ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৮ সকালে ফুলতলায় সি এস টি সি কলিকাতাগামী বাস (008-8209) থেকে আমার 'SNAP' এর খামে ফোটোর রোলসমেত একটি ব্যাগ হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে নীচের ঠিকানায় জমা দিতে অনুরোধ করছি।

এম এম দাস / নিরালা হোটেল
ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।